103

দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 02 JUN 1995
পৃষ্ঠা ১৫ কলাম ৭

পরীক্ষা পিছানোর দাবী কতটা যৌক্তিক?

আজকাল পরীক্ষা পিছানোর দাবী করা যেন রেওয়াজ হয়ে দাঁড়িয়েছে। অথচ অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায় এই দাবীর সাথে সংখ্যাগরিষ্ঠ ছাত্র-ছাত্রীর কোন সম্পর্ক নেই। একটি গ্রুপ অথবা বিশেষ কারও কারও ইচ্ছের প্রেক্ষিতে বিশ্ববিদ্যালয় অথবা নামকরা কলেজগুলোতে এই দাবী হঠাৎ করেই উচ্চারিত হয়। তারা আন্দোলনের কর্মসূচী নেয়। গণতান্ত্রিক অধিকারের দাবী তুলে রাস্তায় ব্যারিকেড দেয়। যানবাহনের পথ আটকায়। সরকারী বেসরকারি গাড়ি ভাংচুর করে। যেন এই কাজের জন্য জাতি তাকে বাহবা দেবে। অনেক সময় দেখা যায়, বিশেষ এই আন্দোলনের প্রেক্ষিতে কর্তৃপক্ষ পরীক্ষা পিছিয়ে দেন। দেশের বিভিন্ন স্থানে পরীক্ষার্থীরা অবাক হয়। কিন্তু তাদের করার কিছু থাকে না।

পরীক্ষা পিছানোর আন্দোলন কখনও কখনও এমন ছেলেখেলার মত শুরু হয়, তার একটা নজীর দেখা যেতে পারে। বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি হলের করিডোরে কয়েকজন ছাত্র দীর্ঘক্ষণ ধরে আড্ডা দিচ্ছে। ওদের মধ্যে দু'জন একটি ছাত্র সংগঠনের হলপর্যায়ের নেতা। একথা, সেকথা। চায়ের পর চা খাওয়া হচ্ছে। রাজনীতি, সমাজনীতি, প্রেমচর্চা, পরচর্চা, নেতানেত্রীর পক্ষ-বিপক্ষ নিয়ে বাদানুবাদ শেষে হঠাৎ আলোচনায় এসে যায় পরীক্ষা প্রসঙ্গ। চিন্তিত সবাই। কেউ বলে ওঠে- দোস্ত কি হবে? ক্লাসতো করি নাই। কি কি পড়তে হবে কিছুই জানি না। অন্য একজন মন্তব্য করে, ক্লাসের পারসেন্টেজ কোন ব্যাপার না। ওটা ম্যানেজ করা যাবে। কিন্তু খাতায় লিখবো কি? সাদা খাতা জমা দিয়ে তো পাস করা যাবে না। সব শুনে এক বন্ধু প্রস্তাব তোলে-পরীক্ষায় পাস করার পথ একটাই। অহলো পরীক্ষা পিছানোর আন্দোলন। পরীক্ষা পিছাবে। এই সুযোগে আমরা পড়াশুনা করে নেব। একজন বাধা দিয়ে বললো, তা কি করে হয়! পরীক্ষার রুটিন দিয়েছে। সবকিছু ঠিকঠাক। পরীক্ষা পিছানোর দাবী কেউ সমর্থন করবে না।

বন্ধুর এই মন্তব্য গুরুত্ব পেল না। পরেরদিন স্কুলের গেটে [illegible] ১০/১২ জনের একটি [illegible] ছাত্র-ছাত্রীরা হতবাক। কিন্তু প্রতিবাদ করার সাহস নেই। কি দরকার ঝামেলায় জড়িয়ে? বরং কিছু উৎসাহী ছাত্র-ছাত্রী, যারা মনে মনে এমন কিছু আশা করেছিল তারা মিছিলে নেমে গেল। মিছিলকারীরা গাড়ি ভাংচুর করলো। ফাঁকা গুলী ছুঁড়লো। কি আশ্চর্য পরের দিনই পরীক্ষা পিছিয়ে গেল। তবে বড় খবর যেটা। যারা এই আন্দোলন শুরু করেছিল তারা সময় পেয়ে আবার হাল ছেড়ে দিল। নতুন তারিখ অনুযায়ী পরীক্ষা ঘনিয়ে আসার কিছুদিন আগে আবারও তারা পরীক্ষা পিছানোর আন্দোলন শুরু করতে চেয়েছিল। কিন্তু এবার তারা সফল হয়নি।

শুধু বিশ্ববিদ্যালয় নয় কলেজ এমনকি স্কুলপর্যায়েও মাঝে মাঝেই পরীক্ষা পিছানোর দাবী ওঠে। দুই বছর আগে এস এস সি পরীক্ষা পিছানোর দাবীতে কয়েকটি স্কুলের কিশোর ছাত্ররা রাস্তায় নেমেছিল। তারা বড় ভাইদের অনুকরণে প্রেসক্লাব, নিউমার্কেট, ফার্মগেট, সায়েন্স ল্যাবরেটরীসহ বিভিন্ন স্থানে দীরদর্পে গাড়ি ভাংচুর করেছে। শুধু ঢাকায় এই দাবী উঠলো। কর্তৃপক্ষ সারাদেশের পরীক্ষা দিলেন পিছিয়ে। ওদের মধ্যে অন্তত ৫/৭ জনের মধ্যে পরীক্ষা পিছানোর দাবী করা যেন নেশায় পরিণত হয়েছিল তার প্রমাণ মিললো এই কিছুদিন আগে। এইচ.এস.সি পরীক্ষা পিছানোর দাবীতে ঢাকা কলেজের সামনে গাড়ি ভাংচুর করে পত্রিকায় প্রেস রিলিজ নিয়ে এসেছে। অবাক হয়ে দেখলাম সেই মুখ। দুই বছর আগে এই কিশোরই পরীক্ষা পিছানোর আন্দোলনে নেমেছিল, প্রেস রিলিজ নিয়ে পত্রিকায় এসেছিল। জিজ্ঞেস করলাম- তুমি এখনও পরীক্ষা পিছানোর আন্দোলনে আছ? ছেলেটি লজ্জা পেল। মাথা নামিয়ে চলে গেল। আশার কথা, বোর্ড কর্তৃপক্ষ এইবার মাথানত করেননি। বলা হয়েছে নির্ধারিত তারিখেই পরীক্ষা হবে। তবে এখনও পর্যন্ত পরীক্ষার বিস্তারিত রুটিন প্রকাশিত না হওয়ায় ছাত্র-ছাত্রীরা উদ্বেগ-উৎকণ্ঠার মধ্যে দিন কাটাচ্ছে। কেউ কেউ এখনও বলাবলি করছেন পরীক্ষা বোধহয় পিছাবে! তা নাহলে রুটিন দেয় না কেন?

আসলেই পরীক্ষার তারিখ পিছিয়ে গেলেই কি পরীক্ষা মনমতন দেওয়া যায়? ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ কয়েকটি কলেজের ৫০ জন ছাত্র-ছাত্রীর সাথে এই ব্যাপারে আলাপ করে জানা গেল, তাদের মধ্যে ৪৭ জনই পরীক্ষা পিছানোর দাবীর বিপক্ষে। তাদের মন্তব্য কোনভাবেই পরীক্ষা পিছানো উচিত নয়। পরীক্ষা পিছিয়ে গেলে 'সময় আছে তো' এই ভাবনায় পড়াশুনার গতি হয় শ্লথ। শেষে দেখা যায়, কাজের কাজ কিছুই হয়নি। যারা পরীক্ষা পিছানোর পক্ষে কথা বলেছেন তাদের কিছু বক্তব্য আছে। তারা বললেন, অনেক সময় দেখা যায়, একটি বিষয়ে নির্দিষ্ট যে কয়টি ক্লাস নেওয়া দরকার তা নেওয়া হয় না। তাড়াহুড়া করে কোর্স শেষ করে স্বল্পসময়ের ব্যবধানে পরীক্ষার তারিখ ঘোষণা করা হয়। এই অবস্থায় পরীক্ষা পিছানোর দাবী করা ছাড়া কিছুই করার থাকে না। তাদের মতে, শিক্ষকদের উচিত কোর্স শেষ করার ব্যাপারে আরও আন্তরিক হওয়া। এই দাবী নিয়ে যেন কেউ প্রশ্ন তুলতে না পারে। তবে তারাও শেষে মতামত ব্যক্ত করেছেন পরীক্ষা পিছানো মানেই জীবন পিছিয়ে যাওয়া। নির্দিষ্ট কোন কারণ না থাকলে সচেতন ছাত্র-ছাত্রীদের সকলেরই উচিত এই দাবীর বিরোধিতা করা।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা অনুষদের ডীন দর্শনের শিক্ষক প্রফেসর আমিনুল ইসলাম এই ব্যাপারে পরিবারের দায়িত্বের প্রতিও গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তিনি বলেন, স্কুলের, কলেজের ছেলেরা যখন পরীক্ষা পিছানোর দাবীতে রাস্তায় নামে তখন খুবই অবাক হই। এই ক্ষেত্রে প্রতিটি বাবা-মার একটি দায়িত্ব রয়েছে। আপনার ছেলে পরীক্ষা পিছানোর দাবী করছে। এই দাবী কতটুকু যৌক্তিক? আপনি কি সমর্থন করেন। যদি না করে থাকেন তাহলে আপনার উচিত ছেলেকে বোঝানো। কারণ ছেলের শিক্ষা জীবন দীর্ঘায়িত হলে আপনারই দুশ্চিন্তা। প্রফেসর আমিনুল ইসলাম বলেন, এস এস সি, এইচ এস সি পরীক্ষা সকল সময়েই নির্ধারিত তারিখে হওয়া উচিত। এইচ এস সি পরীক্ষার ফলাফলের পর বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ভর্তি শুরু হয়। কোন কারণে এই পরীক্ষায় জটিলতা দেখা দিলে আমরা সমস্যায় পড়ে যাই। ভর্তি প্রক্রিয়া বিলম্ব হওয়ার আশঙ্কা দেখা দেয়। তিনি বলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পরীক্ষা পিছানোর দাবী আর কখনই গ্রহণযোগ্য হবে না। তরুণ বন্ধুদের বলি, যা কিছু অন্যায়, অযৌক্তিক তা বর্জন করুন। একা না পারলে তার জন্য সংগঠিত হোন। ❑ নিজস্ব প্রতিনিধি